যুগান্তর

5 APR 2003

সিট বণ্টন 'চবি'র শামসুন নাহার হল স্টাইল

হলের সিট বরাদ্দ ও বিন্যাস নিয়ে অনিয়মের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রীরা 'আবাসন সমস্যা বিরোধী ছাত্রীবৃন্দ' নামে একটি দল গঠন করেছে। এ দলের সদস্যারা সিনিয়র হাউস টিউটরের সঙ্গে সিট সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গেলে বলেন, এসব অত্যন্ত ছোটখাটো সমস্যা, তোমরা অকারণে মিছিল করে হলের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করছ

হেমা তঞ্চঙ্গ্যা

তিন বছর পর হলে সিট পেয়েছে শীলা। মনে মনে মহাখুশি সে: হলে নিজের একটা সিট, নিজের মতো করে থাকা। ১২৪ নং রুমে তার সিট হয়েছে। রুমের মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনে সেখানে কোন সিটই খালি নেই। হলের হাউস টিউটরের কাছে ১২৪ নং রুমের মেয়েদেরকে নিয়ে দেখা করল শীলা। কি অবাক কাণ্ড! স্যার বলছেন, ওই রুমে সিট খালি। কিন্তু মেয়েরা বলছে খালি নেই, খোঁজ করে দেখা গেল ওই রুমে এক মাস আগে এক্সটেনশন থেকে ইন্টারচেঞ্জের মাধ্যমে একজন ছাত্রী সিট পায় কিন্তু মূল খাতায় এন্ট্রি না করার ফলে এই গণ্ডগোল। এ ব্যাপারে হাউস টিউটরদের কাছে বারবার এসেও সমাধান হচ্ছে না।

২. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী তানিয়ার খুব আশা ছিল এবার তার সিট হবে। তার গ্রেড পয়েন্ট ভাল কিন্তু যেদিন নোটিশ বোর্ডে সিটের রেজাল্ট টানানো হল সেদিন তার মাথায় হাত, কারণ তার চেয়ে কম পয়েন্ট পাওয়া ছাত্রী সিট পেয়েছে কিন্তু তার হয়নি। হাউস টিউটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারল প্রিন্টিং এর ভুল। মেধা তালিকায় তার নাম আছে। কিন্তু নোটিশ বোর্ডে টানানো রেজাল্ট শিটে নেই। মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতেও নিষেধ করেছেন স্যার।। এ পর্যন্ত তানিয়া ৭/৮ বার হাউস টিউটরদের সঙ্গে দেখা করেছে কিন্তু কাল এসো, পরশু এসো, অমুক স্যারের কাছে যাও– এভাবেই দিন চলে যাচ্ছে।

৩. সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মনিদীপা যথারীতি এবারও সিট পায়নি। যদিও সিনিয়রটির ভিত্তিতে তার সিট পাওয়ার কথা। তার দোষ একটাই, সিটের আবেদনপত্রটি অফিসে জমা দেয়ার পর হারিয়ে গেছে, এ ব্যাপারে সে হাউস টিউটরের সঙ্গে দেখা করেছে কিন্তু তারা এজন্য বারবার তাকেই দায়ী করছেন।

৪. প্রাচ্যভাষা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী এ্যানি ৪০৩ নং রুমে সিট পেয়েছেন। রুমে ওঠার জন্য দেখা করতে গিয়ে জানলেন, ওই রুমে কোন সিট খালি নেই অথচ অফিসিয়ালি সিট খালি এবং ৫০০ টাকা জমা দিয়ে কশনমানি রসিদও নিয়েছে সে। যথারীতি রুমে উঠতে পারছে না এবং খালি সিট খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পাঠক, এই হল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলের সিট বিষয়ক চিত্র। শুধু শীলা, তানিয়া, মনিদীপা, এ্যানি নয় আরও অনেক ছাত্রী আছে যারা সিট সংক্রান্ত নানা রকম সমস্যায় ভুগছে। হল প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা কোন সুফল পাচ্ছে না বরং অনেক সময় তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছাত্রী কর্মীরা সাধারণ ছাত্রীদের দলীয় কাজে ব্যবহার করার জন্য তাদের দলের কর্মী হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে সিটের ব্যবস্থা করে এতে হল প্রশাসনই তাদের সহযোগিতা করে বলে অনেক ছাত্রী অভিযোগ করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী জানায়, সে হাউস টিউটরের কাছে সিটের আবেদন নিয়ে গেলে তাকে হলের রাজনৈতিক দলের নেত্রীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। হলের একজন সিনিয়র ছাত্রী বলল, প্রতি বছরই সিট নিয়ে অনিয়ম হতে দেখা যায় কিন্তু এবারের মতো এত বেশি অনিয়ম হতে দেখেনি সে।

হল প্রভোস্ট প্রফেসর ড. সিদ্দীক আহমেদ চৌধুরীসহ হাউস টিউটররা বলছেন, এ ধরনের ভুল হতেই পারে। এসব সমস্যা সমাধান করতে দু'একদিন সময় লাগতেই পারে। কিন্তু ছাত্রীরা বলছে, তারা সিটের জন্য মৌখিক পরীক্ষার পর প্রায় আড়াই সপ্তাহ শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ তারা কোন সমাধান পাচ্ছে না। তাদের অনেকেরই সামনে পরীক্ষা।

হলে যেসব সিট বৈধভাবে খালি সেসব সিটে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সাময়িকভাবে অনুমতি নিয়ে অবস্থান করছে, কোন সাধারণ ছাত্রী মেধাভিত্তিক সিট পেলেও সেসব খালি সিটে উঠতে পারছে না। কয়েকজন ছাত্রী জানায়, আগে ইন্টারচেঞ্জের জন্য আবেদনপত্রে রুম চয়েস করা যেত। কিন্তু এ বছর তারা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং হল প্রশাসন বলছে, তারা যে রুমে সিট দেবেন সে রুমেই থাকতে হবে। কিন্তু সে রুমগুলোতেও দেখা যায় এক সিটের জন্য একের অধিক ছাত্রী দাবি করছে।

হলের সিট বরাদ্দ ও বিন্যাস নিয়ে এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রীরা 'আবাসন সমস্যা বিরোধী ছাত্রীবৃন্দ' নামে একটি দল গঠন করেছে। এ দলের সদস্যারা সিনিয়র হাউস টিউটরের সঙ্গে সিট সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গেলে বলেন, এসব অত্যন্ত ছোটখাটো সমস্যা, তোমরা অকারণে মিছিল করে হলের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করছ। উল্লেখ্য, আবাসন সমস্যা বিরোধী ছাত্রীবৃন্দ দশটি দাবি নিয়ে হল প্রশাসনের অনিয়মের শিকার তথা এই দাবিগুলোর সঙ্গে একমত এমন ছাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে হল প্রভোস্টের কাছে একটি লিখিত স্মারকলিপি পেশ করেছে। এ ব্যাপারে আবাসন সমস্যা বিরোধী ছাত্রীবৃন্দ হল প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নানারকম হুমকি-ধামকি এমনকি ব্যক্তিগত আক্রমণেরও শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবাসন সমস্যা বিরোধী ছাত্রীদের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ঐ বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী ছাত্রীরাই প্রভোস্ট তথা হাউস টিউটরদের কাছ থেকে সহযোগিতা পান, ভাল ব্যবহার পান কিন্তু আমরা কোন কথা বলার সুযোগই পাই না।

শামসুন নাহার হল অফিসের একজন কর্মচারী জানান, এ বছর ১২০ থেকে ১৩০ জন ছাত্রীকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা আগে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ছাত্রীরা বলছে, শুধু সিট দিলেই তো দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, নানা কারণে সব ছাত্রী তাদের বৈধ সিটে উঠতে পারছে না। তাছাড়া কোন রুমের বৈধ ছাত্রী রুমে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হলেও হল প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে মাত্র। আবাসন সমস্যা বিরোধী ছাত্রী নেত্রীরা বলছে, আমরা হল প্রশাসনের কাছে সবসময় অনুরোধ করেছি ছাত্রীদের সুবিধাজনক সময়ে জেনারেল মিটিং কল করতে। কিন্তু হল প্রশাসন জেনারেল মিটিং কল করার প্রয়োজন মনে করে না বরং ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে বলে। এক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রীরা বিপাকে পড়ছে। কারণ ব্যক্তিগতভাবে সিট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দিনের পর দিন ঘুরতে হয় এমনকি কোন কোন সময়, দুর্ব্যবহারেরও শিকার হতে হয়।

শামসুন নাহার হলের ছাত্রীরা আশা করেন হল প্রশাসন তাদের সমস্যার কথা শুনবে, ছাত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে। যত দ্রুত সিট সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে ছাত্রী-শিক্ষক সবার জন্যই শুভ মঙ্গল হবে। মঙ্গল নিশ্চয় প্রত্যেকেরই কাম্য।

অবিলম্বে সিট সমস্যার সমাধান শামসুন নাহার হলের প্রতিটি ছাত্রীরই কাম্য